ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১১০

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল,২০২৪

লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ : ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্র
নির্বাচন সম্পর্কিত কোনও অভিযোগ অমীমাংসিত নেই : রিটার্নিং অফিসার

১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের আওতায় নির্বাচন সম্পর্কিত মোট ৬৪টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। সবগুলির ক্ষেত্রেই কঠোর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আজ এক প্রেস নোটে ১-ত্রিপুরা পশ্চিম সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রের রিটার্নিং অফিসার ডা. বিশাল কুমার একথা জানিয়েছেন। আইজিএম হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট প্রদীপ কুমার ঘোষের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়েছেন বলে যে অভিযোগ এসেছে সেই অভিযোগের ভিত্তিতে উপযুক্ত তদন্তের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে। রিটার্নিং অফিসার আরও জানিয়েছেন, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ৬ নং সেক্টরে বাড়ি বাড়ি ভোটের সময় পোলিং অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে শোকজ নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশের উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় ২ জন পোলিং অফিসারের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।

প্রেস নোটে বলা হয়েছে যে, স্যন্দন পত্রিকায় বেসরকারি জায়গায় নির্বাচনী প্রচারের জন্য বুথ অফিস খোলা হয়েছে বলে যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল তার ভিত্তিতে ৪-বড়জলা বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের এআরও বিষয়টি তদন্ত করেছেন। তদন্তে দেখা গেছে বুথ অফিস খোলার জন্য মালিকের আগাম অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এমসিসি ম্যানুয়েল অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং রাজনৈতিক সভার প্রক্রিয়াবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া এখন পর্যন্ত সি-ভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে ২৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে। ৮-টাউন বড়দোয়ালিতে অনুমতি ছাড়া পোস্টার / ব্যানার লাগানোর ব্যাপারে যে অভিযোগটি আজ এসেছিল তা কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফ্লাইং স্কোয়াডের মাধ্যমে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রেস নোটে বলা হয়েছে, এমসিসি ও আইন শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের ব্যাপারেও রিটার্নিং অফিসার কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। যাতে কেউ এমসিসি ও আইন ভঙ্গ করতে না পারে সেজন্য স্ট্যাটিক সার্ভেলেন্স টিম এবং ফ্লাইং স্কোয়াডের মাধ্যমে কঠোর নজরদারি রাখা হচ্ছে। কোনও নাগরিক বা রাজনৈতিক দলের অভিযোগ জমা পড়ার সাথে সাথেই এই টিম উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক নজরদারিও জারি রয়েছে। নাকা পয়েন্টে ২৪ ঘন্টা নজরদারি রয়েছে এবং নিয়মিত ফ্ল্যাগ মার্চও হচ্ছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

*****